তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮০৪

জঙ্গিবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা রুখতে সংস্কৃতি চর্চার বিকল্প নেই

 --- গণপূর্ত মন্ত্রী

ঢাকা, ২ পৌষ (১৭ ডিসেম্বর) :

 গৃহায়ন ও গণপূর্তমন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বলেছেন, জঙ্গিবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা রুখতে হলে সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার বিকল্প নেই। এক্ষেত্রে সকলকে বাঙালি সংস্কৃতির চর্চা করতে হবে। দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এসেছে, কিন্তু নৈতিকতা ও মূল্যবোধের কাক্সিক্ষত অর্জন হয়নি। যে মানুষ সংগীতকে লালন, ধারণ ও চর্চা করতে পারেন, তিনি জঙ্গিবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারেন।’

 আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র প্রাঙ্গণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ‘২৫ বছর পূর্তি ও বার্ষিক সংগীত উৎসব ২০১৯’ উদ্যাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের চেয়ারপার্সন টুম্পা সমদ্দার-সহ বিভাগের অন্যান্য শিক্ষক এবং প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

 গণপূর্ত মন্ত্রী আরো বলেন, ‘মানবতার জন্য, মনুষ্যত্ব ও সুকুমার বৃত্তির বিকাশের জন্য সংগীতের প্রয়োজন। তবে অপসংস্কৃতি যেনো গ্রাস করতে না পারে, সে জন্য বাঙালির নিজস্ব জারি, সারি, ভাটিয়ালি, কবি গান, পট গান-এ সব গানকে জাগ্রত করতে হবে।’

 অনুষ্ঠানে সংগীত বিভাগের শিক্ষার্থী খন্দকার আনিকা ইসলামের হাতে নীলুফার ইয়াসমিন স্মারক বৃত্তি তুলে দেয়া হয় এবং একই বিভাগের প্রয়াত শিক্ষক শিল্পী নীলুফার ইয়াসমিনকে গুণিজন সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এই দিন সকালে দুই দিনব্যাপী এ আয়োজনের উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান।

#

ইফতেখার/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/২১৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮০৩

‘রাজাকারের তালিকা কেন’ প্রশ্ন করে বিএনপি আবারো রাজাকারের পক্ষ নিলো

 --- ড. হাছান মাহ্‌মুদ

ঢাকা, ২ পৌষ (১৭ ডিসেম্বর) :

 তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘রাজাকারের তালিকা কেন- এ প্রশ্ন করে বিএনপি আবারো রাজাকারের পক্ষ নিয়েছে এবং নিজেদের মুখোশই উন্মোচন করেছে।’

 আজ রাজধানীর ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের প্রচার উপ-কমিটির সভার পূর্বে ‘স্বাধীনতার ৪৮ বছর পর রাজাকারের তালিকা কেন’- বিএনপি মহাসচিব মীর্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের এ মন্তব্যের বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী একথা বলেন।

 ড. হাছান বলেন, ‘মীর্জা ফখরুল সাহেব তার এ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে রাজাকারদেরই পক্ষ নিয়েছেন। আমরা এতদিন ধরে বলে আসছি, বিএনপি স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তির প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং তাদের দলের চেয়ারপারসন পাকিস্তানিদের দোসর ছিলেন এবং তাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানও মুক্তিযোদ্ধার ছদ্মাবরণে পাকিস্তানের গুপ্তচর হিসেবে কাজ করেছেন। আজ রাজাকারের তালিকা প্রকাশের পর মীর্জা ফখরুল সাহেব কেন তালিকা প্রকাশ হলো- এ প্রশ্ন রেখে রাজাকারদের পক্ষ অবলম্বন করে নিজেদের মুখোশই উন্মোচন করেছেন।’

 ‘কারণ রাজাকারের তালিকা প্রকাশের পর দেখা যাচ্ছে, রাজাকারদের যারা আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছে, তারা বিএনপি ও তাদের সহযোগী এবং সেজন্যই এ তালিকা প্রকাশে তাদের এত গাত্রদাহ’ , বলেন আওয়ামী লীগ প্রচার সম্পাদক।

 এ সময় ‘তালিকায় কিছু ভুল রয়েছে’ বলে সাংবাদিকরা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, ‘কিছু ভুল রয়েছে, যা মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী নিজেও বলেছেন এবং ভুলগুলো অবশ্যই শুধরে নেবার সুযোগ আছে। তবে এ ভুলগুলো কেন হলো, কীভাবে হলো, প্রশাসনের ভেতরে ঘাপটি মেরে থাকা কেউ করেছে কি না, তা অনুসন্ধান করে বের করা হবে।’

 আওয়ামী লীগের ২১তম জাতীয় সম্মেলন উপলক্ষে এ দিনের প্রচার উপ-কমিটির সভা সম্পর্কে দলের প্রচার সম্পাদক ড. হাছান মাহ্মুদ বলেন ‘জাতীয় সম্মেলনের তথ্যাদি ওয়েবসাইটে সন্নিবেশিত রয়েছে। এ সম্মেলন সামনে রেখে প্রচার উপ-কমিটির প্রত্যেক সদস্য আন্তরিক কাজের মাধ্যমে যে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে, তা সম্পন্ন হয়ে এসেছে। প্রত্যেক ডেলিগেটের জন্য যে পাটের ব্যাগ দেওয়া হবে, সেখানে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি-বক্তৃতার কপি-সহ ফোল্ডার, লাল-সবুজ ক্যাপ, পানির বোতল এবং ডায়াবেটিক রোগীদের দিকে লক্ষ্য রেখে দু’টি চকলেটও থাকবে।

 এছাড়া, ২০১৩-১৪-১৫ সালে বিএনপি জনগণের ওপর পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা-সহ যে নজিরবিহীন সন্ত্রাস পরিচালনা করেছে এবং নানা গুজব ছড়িয়ে মানুষের মাঝে ভীতি সঞ্চারের ষড়যন্ত্র করেছে, সেগুলোর ওপর একটি তথ্যচিত্র এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশের অভূতপূর্ব উন্নয়ন নিয়ে একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করছে আওয়ামী লীগ প্রচার উপ-কমিটি, জানান মন্ত্রী। আওয়ামী লীগকে মাতৃ¯েœহ-মমতায় নেতৃত্ব দিয়ে চারবার দেশ পরিচালনায় নিয়ে যাওয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জীবন ও কর্মের ওপর একটি এলবাম, দলের সম্মেলন উপলক্ষে ২০ ডিসেম্বর জাতীয় দৈনিকগুলোতে ক্রোড়পত্র এবং গত সাড়ে দশ বছরে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের দেশ গড়ার পথে অদম্য গতির উন্নয়নের একটি তুলনামূলক বিবরণী সংবলিত পকেট-কার্ড প্রকাশ করা হবে জানান ড. হাছান।

 প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এবং প্রচার ও প্রকাশনা উপকমিটির সভাপতি এইচ টি ইমামের সভাপতিত্বে ও আওয়ামী লীগের উপ-প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিনের সঞ্চালনায় সভায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার, তথ্য প্রতিমন্ত্রী মোঃ মুরাদ হাসান, ঢাকা মহানগর দক্ষিণের প্রচার সম্পাদক আকতার হোসেন, জ্যেষ্ঠ নেতা বলরাম পোদ্দার, সানজীদা খানম-সহ উপ-কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

#

আকরাম/মাহমুদ/নাইচ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০১৯/২১৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮০২

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ১শ’ জন উদ্যোক্তা তৈরি করা হবে

 --- আইসিটি প্রতিমন্ত্রী

ঢাকা, ২ পৌষ (১৭ ডিসেম্বর) :

 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেছেন, বঙ্গবন্ধু ইনোভেশন গ্রান্ট হতে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ২০২০ সালের মধ্যে ১শ’ জন উদ্যোক্তা তৈরি করা হবে। এছাড়া আইডিয়া প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২১ সালের মধ্যে ১ হাজার স্টার্টআপ তৈরি করা হবে। স্টার্টআপরা একদিকে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে, অন্যদিকে দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর ওয়েস্টিন হোটেলে ইউএনডিপি ও সিটি ফাউন্ডেশনের যৌথ উদ্যোগে ‘ন্যাশনাল ডায়ালগ দ্য স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম ইন বাংলাদেশ’ শীর্ষক প্রতিযোগিতার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিটি ফাউন্ডেশনের বাংলাদেশস্থ আবাসিক প্রতিনিধি রাজা শেখেরণ ও তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের আইডিয়া প্রকল্পের ইনভেস্টমেন্ট এডভাইজার টিনা জেবিন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, আইসিটি বিভাগের অধীন বিভিন্ন জেলায় ২৮টি হাইটেক পার্ক স্থাপন করা হচ্ছে। উদ্যোক্তাদেরকে পার্কসমূহে ওয়ার্কিং স্পেস, মেন্টরিং, কোচিং ও গবেষণা-সহ নিজেদের উদ্ভাবনকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে সার্বিক সহায়তা করা হবে। উদ্যোক্তারা সফল হলে দেশীয় পণ্যের বিকাশ ঘটবে এবং বিদেশি পণ্যের আগ্রাসন থেকে দেশ রক্ষা পাবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

 প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, সরকার আইডিয়া প্রকল্পের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের নন রিফান্ডেবল সিডমানি হিসেবে ১০ লাখ টাকা পর্যন্ত সহায়তা প্রদান করছে এবং গ্রোথ স্টেজে এক কোটি থেকে দশ কোটি টাকা পর্যন্ত প্রদান করছে। এই সুযোগ সঠিকভাবে কাজে লাগাতে তরুণ উদ্যোক্তাদের প্রতি তিনি আহ্বান জানান। পরে তিনি বিজয় উদ্যোক্তাদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

#

শহিদুল/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০১৯/২১২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮০১

**প্রধানমন্ত্রীর সামরিক সচিবের মৃত্যুতে মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীদের শোক**

ঢাকা, ২ পৌষ (১৭ ডিসেম্বর) :

 প্রধানমন্ত্রীর সামরিক সচিব মেজর জেনারেল মিয়া মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীনের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ; অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল; পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন; বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী; গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন; নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহ্‌মুদ; চৌধুরী; সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ এবং ধর্ম প্রতিমন্ত্রী আলহাজ্ব এডভোকেট শেখ মোঃ আব্দুল্লাহ।

 আজ পৃথক শোকবার্তায় তারা মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন ও শোকাহত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

#

আকরাম/মাহমুদ/সঞ্জীব/সেলিম/২০১৯/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৮০০

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে জনগণের সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে

 --- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী

ঢাকা, ২ পৌষ (১৭ ডিসেম্বর) :

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে উৎসব ও আমেজের পাশাপাশি জনগণের সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, মুজিববর্ষ পালনের লক্ষ্যে পরিচ্ছন্ন গ্রাম

ও পরিচ্ছন্ন শহর কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। ধুলামুক্ত পরিবেশ তৈরিতে সকলকে কাজ করতে হবে।

 আজ সচিবালয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগের সম্মেলন কক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় কমিটির কর্মপরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত সমন্বয় সভায় সভাপতির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 এ সময় জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের সচিব রেজাউল আহসান-সহ বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা প্রধান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

 সভায় জানানো হয়, মুজিববর্ষ পালন উপলক্ষে লোগো ও পোস্টার তৈরির কাজ চলছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রদানকৃত সেবাসমূহের মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ ১২টি সেবা চিহ্নিত করে প্রতি মাসে ১টি করে সুনির্দিষ্ট সেবা প্রদানের বিশেষ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর দেশের আর্সেনিক প্রবণ এলাকায় বিনামূল্যে ৮০ লাখ নলকূপের পানির আর্সেনিক পরীক্ষাকরণ ও চিহ্নিত করণের কাজ করবে। জেলা পরিষদের উদ্যোগে প্রতি উপজেলায় কমপক্ষে ১টি লাইব্রেরিতে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করা হবে। বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা আয়োজন করবে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ও কর্মজীবনের চিত্র ও বক্তব্য প্রদর্শনী এবং রচনা প্রতিযোগিতা। আয়োজন করা হবে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-সহ বিভিন্ন কর্মসূচি।

 মন্ত্রী বলেন, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ২টি বিভাগের আওতাধীন প্রায় ৩০টি দপ্তর/সংস্থা রয়েছে। দপ্তর/সংস্থাগুলো কী কী কর্মসূচি পালন করবে তা নিয়ে ১টি বুকলেট তৈরি করা হবে।

 প্রধান সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মহান নেতাদের জন্মশতবার্ষিকী যেমন আড়ম্বরপূর্ণভাবে পালন করা হয় বাংলাদেশেও তেমনিভাবে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী পালন করা হবে।

 ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে বছরব্যাপী মুজিব বর্ষের কর্মসূচি শুরু হবে। তার আগে ১০ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ থেকে ক্ষণ গণনা শুরু করা হবে।

#

হাসান/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/২০৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৯৯

আগৈলঝাড়ায় নারীদের ভাগ্য উন্নয়নে ৬০ লাখ টাকার চেক বিতরণ

আগৈলঝাড়া (বরিশাল), ২ পৌষ (১৭ ডিসেম্বর) :

 পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক (মন্ত্রী পদমর্যাদা) আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ্ বলেছেন ‘বর্তমান সরকার নারীবান্ধব। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পরে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে নারীদের ক্ষমতায়ন শুরু হয়। এর আগে আর কোনো সরকার নারীদের ক্ষমতায়নে এগিয়ে আসেনি। গ্রামীণ নারীদের উন্নয়ন ও স্বাবলম্বী হবার কারণে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে।’

 তিনি আজ আগৈলঝাড়া উপজেলার সমবায় অধিদপ্তরের উদ্যোগে শহিদ সুকান্ত আবদুল্লাহ মিলনায়তনে সুবিধাবঞ্চিত নারীদের মাঝে উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে নারীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সমবায় সমিতি লিমিটেডের সুবিধাভোগী নারী সদস্যদের মাঝে চেক বিতরন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ পরে রাজিহার ও বাকাল ইউনিয়নের সমবায় সমিতির আওতাভুক্ত ৫০জন নারীকে গাভী পালন ও খাদ্য ক্রয়ের জন্য ১ লাখ ২০ হাজার টাকা করে ঋণের চেক বিতরণ করেন।

 আগৈলঝাড়া উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা বিপুল চন্দ্র দাসের সভাপতিত্বে সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপজেলা চেয়ারম্যান মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রইচ সেরনিয়াবাত, উপজেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি সুনীল কুমার বাড়ৈ ও সাধারণ সম্পাদক আবু সালেহ মোঃ লিটন, এছাড়া সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও জনপ্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

এনায়েত/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/২০৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৯৮

আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশই হবে শহিদদের প্রতি শ্রেষ্ঠ সম্মান

 --- পরিকল্পনা মন্ত্রী

ঢাকা, ২ পৌষ (১৭ ডিসেম্বর) :

 পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বলেছেন, শহিদদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত দেশকে এগিয়ে নিতে সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে।

 মন্ত্রী আজ ঢাকায় এনইসি সম্মেলন কক্ষে বিজয় দিবস উপলক্ষে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন।

 বঙ্গবন্ধু-সহ লাখো শহিদের আত্মার শান্তি কামনা করে মন্ত্রী এ সময় বলেন, অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী ও আত্মনির্ভরশীল বাংলাদেশই হবে মুক্তিযুদ্ধে শহিদদের প্রতি শ্রেষ্ঠ সম্মান।

 পরিকল্পনা বিভাগের সচিব মোঃ নূরুল আমিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) এর সচিব আবুল মনসুর মোঃ ফয়েজউল্লাহ, ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সদস্য (সচিব) শামীমা নার্গিস, শিল্প ও শক্তি বিভাগের সদস্য (সচিব) সাহিন আহমেদ চৌধুরী-সহ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

#

শাহেদ/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/২০০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৯৭

নেতৃত্ব দান ও দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে খেলাধুলা ভূমিকা রাখে

 --- বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী

সিদ্ধিরগঞ্জ, ২ পৌষ (১৭ ডিসেম্বর) :

 বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, নেতৃত্ব দান ও দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে খেলাধুলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পাশাপাশি দেহ ও মন সুস্থ রাখে। উন্নত বাংলাদেশ গড়তে সুস্থ স্বাভাবিক নেতৃত্ব প্রদানকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রয়োজন যারা রূপকল্প-২০৪১ ও ব-দ্বীপ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কার্যকর অবদান রাখবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ বিদ্যুৎ কেন্দ্র মাঠে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক পরিষদ আয়োজিত ৩৪তম আন্তঃঅফিস অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী ও সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, নিয়মিত খেলাধুলা আয়োজন করা উচিত। এতে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে উৎফুল্লতা বৃদ্ধি পাবে এবং উৎপাদন, বিতরণ ও সঞ্চালন কাজে গতি আসবে। গ্রাহক সেবাও বৃদ্ধি পাবে।

 প্রতিযোগিতায় পিডিবি’র বিভিন্ন দপ্তর ও কোম্পানির সমন্বয়ে গঠিত ২৮টি আন্তঃঅফিস দল এবং পিডিবি পরিচালিত স্কুলসমূহ থেকে ১১টি দল অংশ নেয়। পুরুষ, মহিলা ও বালক-বালিকা-সহ প্রতিযোগীদের সংখ্যা ছিল ৫৪০ জন।

 বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক পরিষদের সভাপতি মোঃ জহুরুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাঝে বিদ্যুৎ বিভাগের সিনিয়র সচিব ড. আহমদ কায়কাউস ও পিডিবি’র চেয়ারম্যান প্রকৌশলী খালেদ মাহমুদ উপস্থিত ছিলেন।

#

আসলাম/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/১৯৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৯৬

আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উপলক্ষে কর্মসূচি

ঢাকা, ২ পৌষ (১৭ ডিসেম্বর) :

 প্রতি বছরের ন্যায় এবারও যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আগামীকাল ১৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশে উদ্যাপিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস। এই উদ্যাপনে বাংলাদেশে এবারের প্রতিপাদ্য ‘দক্ষ হয়ে বিদেশ গেলে, অর্থ ও সম্মান দুই-ই মেলে’। বাংলাদেশের প্রবাসী আয়ের ক্রমবর্ধমান ধারাকে অব্যাহত রাখা এবং সুষ্ঠু, নিরাপদ ও নিয়মিত অভিবাসন নিশ্চিত করার জন্য সরকার দক্ষতা উন্নয়নের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপের প্রেক্ষিতে দক্ষতাকে এ বছরের প্রতিপাদ্য নির্বাচন করা হয়েছে।

 এই আন্তর্জাতিক দিবস উদ্যাপনের জন্য আগামী ১৯ ডিসেম্বর দিনব্যাপী কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সকাল ১০টায় অনুষ্ঠেয় কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ইমরান আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠেয় প্রথম পর্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অভ্ ইন্টারন্যাশনাল রিক্রটিং এজেন্সিস (বায়রা) সভাপতি বেনজীর আহমেদ এবং ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশনের বাংলাদেশ মিশন প্রধান গর্গিও গিগাউরি। সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করবেন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ সেলিম রেজা।

 এর আগে ১৮ ডিসেম্বর সকাল ৮টায় মানিক মিয়া এভিন্যুয়ে বের হবে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসের বর্ণাঢ্য র‌্যালি।

 এবারের উদ্যাপনের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে অনিবাসী বাংলাদেশিদের জন্য বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি সিআইপি (এনআরবি) সম্মাননা প্রদান, বিদেশগামী কর্মীদের জন্য প্রবর্তিত জীবন বিমা কর্মসূচির উদ্বোধন, প্রবাসী কর্মীদের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, অভিবাসন মেলা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এর পাশাপাশি বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা হবে।

 ‘আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস-২০১৯’ এর সামগ্রিক আয়োজন বাংলাদেশে অভিবাসন বিষয়ে ব্যাপক গণসচেতনা সৃষ্টি-সহ সুষ্ঠু, নিরাপদ ও নিয়মিত অভিবাসন নিশ্চিত করার যাবতীয় কার্যক্রমকে আরো বেগবান করবে বলে আশা করা যায়।

#

বনানী বিশ্বাস/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/১৮৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৯৫

আইইবি’র ডিজিটাল পথযাত্রা

দেশকে ডিজিটালে রূপান্তরে প্রকৌশলীদের মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে

 --- মোস্তাফা জব্বার

ঢাকা, ২ পৌষ (১৭ ডিসেম্বর) :

 ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার বলেছেন, বাংলাদেশকে ডিজিটালে রূপান্তরে প্রকৌশলীদের মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে। নতুন প্রযুক্তিকে জনগণের উপযোগী করতে প্রকৌশলীদের বিকল্প নেই।

 মন্ত্রী আজ রাজধানীতে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন অভ্ বাংলাদেশ (আইইবি)-তে ‘ডিজিটাল আইইবি’ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রকৌশলীদের সামনে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দিতে হবে। সামনের দিনে নতুন পরিস্থিতিতে ডিজিটাল কানেকটিভিটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য ডিজিটাল প্রযুক্তিকে কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

 ডিজিটাল বিপ্লবে বাংলাদেশ অন্যদের পথ দেখাচ্ছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ফাইভ জি চালু করার জন্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০ সালের দ্বিতীয় প্রান্তিকে ফাইভ জি’র জন্য চমৎকার গাইড লাইন তৈরি করা হবে। ডিজিটাল মহাসড়কে অবস্থানের জন্য আগামীতে বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে বলে মন্ত্রী প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

 একাত্তর বছর বয়সী সফল প্রতিষ্ঠান হিসেবে আইইবি দেশের উন্নয়নে তার সদস্যদের দিকনিদের্শনা প্রদানের জন্য মন্ত্রী প্রতিষ্ঠানটির প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, আইইবি’র নতুন পথযাত্রায় প্রকৌশলীদের দায়িত্ব বেড়ে গেছে। ডিজিটাল আইইবি প্রকৌশলীদের জন্য প্ল্যাটিফর্ম হিসেবে ব্যবüত হবে। প্রকৌশলীগণ আইইবি ওয়েবসাইট এবং এ্যাপে কনটেন্ট, ছবি, ভিডিও শেয়ার করতে পারবেন।

 আইইবি’র প্রেসিডেন্ট প্রকৌশলী মোঃ আবদুস সবুরের সভাপতিত্বে ডিজিটাল আইইবি উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তৃতা করেন আইইবি’র সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী খন্দকার মঞ্জুর মোর্শেদ। অন্যান্যের মধ্যে আইইবি কম্পিউটার কৌশল বিভাগের চেয়ারম্যান এবং কানাডিয়ান ইউনিভার্সিটি অভ্ বাংলাদেশ এর উপচার্য অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী মুহাম্মদ মাহফুজুল ইসলাম বক্তৃতা করেন। নতুন ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করেন প্রকৌশলী আবু হাসান মাসুদ।

 মন্ত্রী পরে ওয়েবসাইট ও অ্যাপ এর উদ্বোধন করেন।

#

আকতারুল/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/১৮১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৯৪

সকল স্বাধীনতা বিরোধীর তালিকা প্রকাশ করা হবে

 --- নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী

বোচাগঞ্জ (দিনাজপুর), ২ পৌষ (১৭ ডিসেম্বর) :

 নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী বলেছেন, বিজয়ের মাসে সরকার রাজাকার, আল-বদর, আল-শামসদের তালিকা প্রকাশ করেছে। ধারাবাহিকভাবে সকল স্বাধীনতা বিরোধীর তালিকা প্রকাশ করা হবে।

 প্রতিমন্ত্রী আজ দিনাজপুরের বোচাগঞ্জে সেতাবগঞ্জ সরকারি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে বোচাগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।

 খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী বলেন, ‘বাংলার মাটিতে স্বাধীনতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধীদের ঠাঁই হবে না। আমাদের পূর্বসূরীরা জীবন দিয়ে আমাদের জন্য রাষ্ট্র তৈরি করে গেছেন। আমরা তাদের কাছে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, জীবন দিয়ে হলেও আমরা সেই ঋণ পরিশোধ করব।

 বোচাগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু সৈয়দ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন দিনাজপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাবেক মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার, সাধারণ সম্পাদক আজিজুল ইমাম চৌধুরী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফারুকউজ্জামান চৌধুরী মাইকেল, মির্জা আশফাক ও বোচাগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আফসার আলী।

 দ্বিতীয় অধিবেশনে আবু সৈয়দ হোসেনকে সভাপতি ও আফসার আলীকে সাধারণ সম্পাদক করে বোচাগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের কমিটি ঘোষণা করা হয়।

#

জাহাঙ্গীর/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০১৯/১৮০০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : 4793

**রাজাকার ও স্বাধীনতাবিরোধী তালিকা বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রীর ব্যাখ্যা**

**ঢাকা, ২** পৌষ **(১৭** ডিসেম্বর**) :**

 রাজাকার ও স্বাধীনতাবিরোধী তালিকা বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক এক ব্যাখ্যায় জানিয়েছেন, গত ১৫ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস, শান্তিকমিটি ও স্বাধীনতাবিরোধী ১০ হাজার ৭৮৯ জনের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে নতুন কোন তালিকা প্রণয়ন করা হয়নি । স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে তালিকা যেভাবে পাওয়া গেছে, সেভাবেই তা প্রকাশ করা হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী।

 ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, অভিযোগ পাওয়া গেছে, এ তালিকায় বেশ কিছু নাম এসেছে, যারা রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস, শান্তিকমিটি বা স্বাধীনতাবিরোধী নন, বরং মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের বা মুক্তিযোদ্ধা। এ ধরনের কোন ব্যক্তির নাম তালিকায় কিভাবে এসেছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । প্রকাশিত তালিকায় ভুলভাবে যদি কারও নাম এসে থাকে, আবেদনের প্রেক্ষিতে যাচাই অন্তে তাঁর বা তাঁদের নাম এ তালিকা থেকে বাদ দেয়া হবে। GB cÖKvwkZ ZvwjKvq অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য মন্ত্রী আন্তরিকভাবে দু:খ প্রকাশ করেন।

#

মারুফ/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০১৯/১৬৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৯২

**ঢাকা হবে ওআইসি ইয়োথ ক্যাপিটাল**

**ঢাকা, ২** পৌষ **(১৭** ডিসেম্বর**) :**

 ২০২০ সালে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা হতে যাচ্ছে ওআইসি ইয়োথ ক্যাপিটাল। আজ সচিবালয়ে ওআইসি ইয়োথ ক্যাপিটাল ২০২০ আন্তর্জাতিক কর্মসূচি আয়োজনের বিষয়ে এক আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় সভাপতিত্বকালে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল এই তথ্য জানান।

 সভায় যুব ও ক্রীড়া সচিব মোঃ আখতার হোসেন, তথ্যসচিব আবদুল মালেক, ধর্মসচিব মোঃ আনিছুর রহমান, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব মুন্সী শাহাবুদ্দিন আহমেদ এবং সংস্কৃতি বিষয়ক সচিব আবু হেনা মোস্তফা কামাল উপস্থিত ছিলেন।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, ২০২০ সাল দেশের মানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই বছর নানা কর্মসূচি ও বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী। বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে তুলে ধরতে ও জাতির পিতার জন্মশতবর্ষকে সফল করতে ২০২০ সালে ঢাকাকে ওআইসি ইয়োথ ক্যাপিটাল হিসেবে ঘোষণা করার বিষয়ে ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী নীতিগত অনুমোদন দিয়েছেন। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে অতি দ্রুতই বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকাকে ওআইসি ইয়োথ ক্যাপিটাল হিসেবে ঘোষণা করা হবে বলে প্রতিমন্ত্রী সভায় জানান।

 তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু সবসময়ই সোনার বাংলা বিনির্মানে তরুণ ও যুব সমাজকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন । তাদেরকে দেশের বড় কারিগর হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন এবং তাঁর বক্তব্য ও মননে সর্বদা তরুণ সমাজের সেই অপার সম্ভাবনার কথাই গুরুত্বের সাথে উঠে আসতো। ঢাকাকে ওআইসি ইয়োথ ক্যাপিটাল হিসেবে নির্বাচনের মাধ্যমে তারুণ্যের উৎকর্ষের কেন্দ্র হিসেবে বাংলাদেশের শক্তি ও অমিত সম্ভাবনার কথা বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছাবে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

 সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের কর্মকর্তাবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

 ২০১৪ সালে ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত ইসলামিক কোঅপারেশন ইয়ূথ ফোরাম (আইসিওয়াইএফ) এর ২য় সাধারণ সভায় ‘ওআইসি ইয়োথ ক্যাপিটাল’ ধারণা গৃহীত হয়। এর আওতায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশসমূহের যুবসমাজের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব সুসংহত ও জোরদারকরণের লক্ষ্যে প্রতিবছর একটি শহরে সেমিনার, সম্মেলন ও উৎসবমুখর নানান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। ২০১৯ সালে কাতারের রাজধানী দোহা ওআইসি ক্যাপিটাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।

#

আরিফ/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/রেজ্জাকুল/আসমা/২০১৯/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৯১

**একনেকে ৩ হাজার ২২৭ কোটি টাকা ব্যয়ের ৯টি প্রকল্প অনুমোদন**

**ঢাকা, ২** পৌষ **(১৭** ডিসেম্বর**) :**

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহি কমিটি (একনেক) প্রায় ৩ হাজার ২২৬ কোটি ৭৫ লাখ টাকা ব্যয় সম্বলিত ৯টি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। সবগুলো প্রকল্প সরকারি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হবে।

প্রধানমন্ত্রী এবং একনেক-এর চেয়ারপারসন শেখ হাসিনা-এর সভাপতিত্বে আজ শেরে বাংলা নগরস্থ এনইসি সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত একনেক-এর সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ হলো: প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের ‘আশ্রয়ণ-৩ (নোয়াখালী জেলার হাতিয়া থানাধীন চরঈশ্বর ইউনিয়নস্থ ভাসানচরে বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মায়ানমারের নাগরিকদের আবাসন এবং দ্বীপের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো (নির্মাণ) (১ম সংশোধিত)’ প্রকল্প; খাদ্য মন্ত্রণালয়ের ‘খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন ও ল্যাবরেটরি স্থাপন এবং অবকাঠামো নির্মাণ’ প্রকল্প; তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগের ‘শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (২য় সংশোধিত)’ প্রকল্প; স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ‘আর্মড ফোর্সেস ইনস্টিটিউট অব প্যাথলজি (এএফআইপি) এর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন’ প্রকল্প।

সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়ের ২টি প্রকল্প যথাক্রমে ‘দিঘলিয়া (রেলিগেট)-আড়ুয়া-গাজীরহাট-তেরখাদা সড়কের (জেড-৭০৪০) ১ম কিলোমিটারে ভৈরব নদীর ওপর ভৈরব সেতু নির্মাণ’ প্রকল্প এবং ‘সিরাজগঞ্জ-কাজিপুর-ধুনট-শেরপুর (জেড-৫৪০১) এবং সিরাজগঞ্জ (বাগবাটি)-ধুনট (সোনামুখী) (জেড-৫৪০৫) মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ’ প্রকল্প; গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ‘বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবন, সংসদ সদস্য ভবন ও এমপি হোস্টেলের আনুষঙ্গিক স্থাপনার নির্মাণ ও আধুনিকায়ন’ প্রকল্প এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ে দুইটি প্রকল্প যথাক্রমে ‘বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের লেভেল ক্রসিং গেইটসমূহের পুনর্বাসন ও মান উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)’ প্রকল্প ও ‘বাংলাদেশ রেলওয়ের পঞ্চিমাঞ্চলের লেভেল ক্রসিং গেইটসমূহের পুনর্বাসন ও মান উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)’ প্রকল্প।

 অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, পরিকল্পনামন্ত্রী এম এম মান্নান, সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, কৃষিমন্ত্রী মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, তথ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ হাছান মাহমুদ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম, শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ দীপু মনি, শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন, স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক, বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন ও ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীবর্গ সভার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।

সভায় মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, এসডিজি’র মুখ্য সমন্বয়ক, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের সচিব এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

শাহেদুর/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০১৯/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৯০

**ইতিহাস বিকৃতিকারীদের কোন ক্ষমা নয়**

 - কৃষিমন্ত্রী

**ঢাকা, ২** পৌষ **(১৭** ডিসেম্বর**) :**

 কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতিকারীদের কোন ক্ষমা নয়, ১৫ আগস্টের খুনিদের কোন ক্ষমা নয়। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর প্রাক্কালে দেশ ও গণতন্ত্রবিরোধী সব ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন করতে হবে।

 আজ রাজধানীর অফিসার্স ক্লাব আয়োজিত বিজয় দিবসের আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর ‘তলাবিহীন ঝুড়ি’ আখ্যায়িত করে যারা অপমান করেছিল, সেই তাদের কণ্ঠেই এখন বাংলাদেশের অগ্রগতির প্রশংসা। দারিদ্র্য আর দুর্যোগের বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উত্তরণের পথে। বিজয় দিবসকে বাঙালির গৌরবের দিন ও শ্রেষ্ঠতম অর্জনের দিন হিসেবে উল্লেখ করে ড. রাজ্জাক বলেন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিসহ আর্থসামাজিক প্রতিটি সূচকে বাংলাদেশ যে অগ্রগতি গত কয়েক বছরে অর্জন করেছে, উন্নয়নের সেই ধারা অব্যাহত রাখতে নিজ নিজ অবস্থান থেকে দায়িত্বপালনের  মধ্যদিয়ে আমরা কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাব।

 মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে বঙ্গবন্ধু কন্যার নেতৃত্বে শান্তি ও সমৃদ্ধশালী একটি সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সবাইকে দায়িত্বপালনের আহ্বান জানান **তিনি।**

 মন্ত্রী বলেন, বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একাত্তরের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার সামনে ঐতিহাসিক ভাষণেই স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে স্বাধিকারের চেতনার যে স্ফুরণ ঘটেছিল, কালক্রমে তা সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে রূপ নেয়। লাখো শহিদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতার সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে সম্মিলিত প্রচেষ্টার বিকল্প নেই। মন্ত্রীপরিষদ সচিব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন অফিসার্স ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম হোসেন খান।

#

গিয়াস/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০১৯/১৫০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৮৯

**আগামীকাল থেকে সচিবালয় এলাকায় হর্ণ বাজালে জরিমানা**

 **- পরিবেশ মন্ত্রী**

**ঢাকা, ২** পৌষ **(১৭** ডিসেম্বর**) :**

 আগামীকাল থেকে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে সচিবালয় সংলগ্ন জিরো পয়েন্ট, পল্টন মোড়, সচিবালয় লিংক রোড হয়ে জিরো পয়েন্ট এলাকায় হর্ণ বাজালে জরিমানা করা হবে বলে জানিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন। তিনি বলেন, শব্দদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ ধারা অনুযায়ী নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে নীরব এলাকায় চলাচলকালে হর্ণ বাজানো দণ্ডনীয় অপরাধ। এই অপরাধের জন্য প্রথমবার অনধিক ১ (এক) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে। আর কেউ যদি পরবর্তী সময়ে একই অপরাধ করেন সে ক্ষেত্রে অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ড বা অনধিক ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

 ‘সচিবালয়ের চারপাশের রাস্তাকে হর্নমুক্ত এলাকা’ ঘোষণার লক্ষ্যে আজ সচিবালয়ের সামনে আয়োজিত উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। এ সময় মন্ত্রণালয়ের সচিব আবদুল্লাহ আল মোহসীন চৌধুরী, মন্ত্রণালয় ও পরিবেশ অধিদপ্তরের ঊধ্বর্তন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

 উদ্বোধনী বক্তব্যে, সচিবালয় এলাকা শব্দ দূষণমুক্ত রাখতে সকলের সহযোগিতা কামনা করে পরিবেশ মন্ত্রী বলেন, এই উদ্যোগের মাধ্যমে ঢাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ নীরব এলাকায় পরিণত হতে যাচ্ছে। তিনি বলেন, ঢাকার মতো মেগাসিটিতে এ ধরণের কার্যক্রম শুধু সরকারি আদেশ-নির্দেশের মাধ্যমে বাস্তবায়ন কষ্টসাধ্য। সবার সহযোগিতায় এ কার্যক্রম সফল হতে পারে। বায়ু ও শব্দ দূষণ কমানোর মাধ্যমে শহরের পরিবেশ সুন্দর রাখতে সকলের নিজ নিজ দায়িত্ব আন্তরিকভাবে পালন করতে হবে। গণমাধ্যমকর্মীদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, আপনারা এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারলে পর্যায়ক্রমে ঢাকার সব নীরব এলাকাকেই হর্নমুক্ত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা সহজ হবে।

 এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গাড়িতে স্টিকার লাগানো, লিফলেট বিতরণ, মৌখিক অনুরোধসহ বিভিন্নভাবে চালকদের অবহিতকরণের কাজ চলবে বলে মন্ত্রী জানান।

 পরে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি সচিবালয়ের সামনের রাস্তা প্রদক্ষিণ শেষে প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে শেষ হয়। এসময় মন্ত্রী চলমান গাড়ির ড্রাইভারদের সাথে কথা বলে হর্ণ না বাজানোর অনুরোধ জানান।

#

দীপংকর/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/রেজ্জাকুল/আসমা/২০১৯/১৩০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৮৮

**নিউইয়র্কে বিজয় দিবস উদ্‌যাপন**

নিউইয়র্ক, ১৭ ডিসেম্বর :

 গতকাল যথাযোগ্য মর্যাদায় ও উৎসবমূখর পরিবেশে নিউইয়র্কে জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন এবং বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল এর যৌথ আয়োজনে ৪৯তম বিজয় দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। সকালে জাতীয় সংগীত পরিবেশনার মধ্য দিয়ে দিবসটি উদ্‌যাপনের শুভ সূচনা হয়। এসময় মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী শহিদদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

 সন্ধ্যায় মিশনের বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আলোচনা অনুষ্ঠানের শুরুতেই শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন এবং শহিদদের রূহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

 আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমা। রাষ্ট্রদূত তাঁর স্বাগত বক্তব্যের শুরুতেই স্বাধীনতার মহান স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতা এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের ত্রিশ লাখ শহিদ ও দুইলাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোনসহ সকল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ বিশ্ব দরবারে উন্নয়নের রোল মডেল, একটি দায়িত্বশীল ও প্রগতিশীল রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত। জাতিসংঘেও আমাদের অবস্থান অত্যন্ত সম্মানের। তিনি এলডিসি থেকে উত্তরণ, রোহিঙ্গা সমস্যা, এসডিজি বাস্তবায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, অভিবাসন, বিশ্ব শান্তি রক্ষা ও নারীর ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন ইস্যুতে বাংলাদেশের সাফল্যের কথা তুলে ধরেন।

 প্রবাসী বাংলাদেশিদের অবদানের কারণে বিদেশের মাটিতে বাংলাদেশের সুনাম বৃদ্ধি হচ্ছে উল্লেখ করেন রাবাব ফাতিমা। তিনি রেমিট্যান্স প্রেরণ ছাড়াও প্রবাসীদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও বিনিয়োগের মাধ্যমে সরাসরি দেশের উন্নয়নে আরও ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

 জাতিসংঘসহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের স্বত:স্ফুর্ত সহযোগিতা আহ্বান জানান স্থায়ী প্রতিনিধি।

 কনসাল জেনারেল সাদিয়া ফয়জুননেসা যুক্তরাষ্ট্রে বেড়ে ওঠা শিশুদের বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বিদেশে পালিয়ে থাকা বঙ্গবন্ধুর খুনীদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে বিচারের আওতায় আনতে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশিদের সহায়তা কামনা করেন।

 অনুষ্ঠানে উপস্থিত মুক্তিযোদ্ধাদের ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ মুক্তিযোদ্ধার পরিবার, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন পেশাজীবীগণ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

 শেষে স্থানীয় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী ‘বাংলাদেশ একাডেমি অফ ফাইন আটর্স’ দেশাত্মবোধক ও মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সংগীত, আবৃত্তি ও নৃত্য পরিবেশন করে। অংশগ্রহণকারী শিশু-কিশোর শিল্পীদের উপহার হিসেবে বঙ্গবন্ধুর ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ এবং ‘কারাগারের রোজনামচা’ বই দুটি প্রদান করা হয়।

#

অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০১৯/১২০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৮৭

**ওয়াশিংটনে বিজয় দিবস উদ্‌যাপিত**

ওয়াশিংটন ডিসি, ১৭ ডিসেম্বর :

 দেশমাতৃকার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা, দেশপ্রেম এবং উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ দূতাবাসে গতকাল ৪৯তম বিজয় দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে।

 সকালে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান শুরু হয়। যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন পতাকা উত্তোলন করেন।

 রাষ্ট্রদূত দূতাবাসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দসহ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আবক্ষ ভাস্কর্যে পুস্পস্তবক অর্পণ করেন। এ সময় জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

 পরে এক আলোচনা সভায় রাষ্ট্রদূত বলেন, পাকিস্তান সামরিক জান্তা বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগের কাছে রাজনৈতিকভাবে পরাজিত হয়ে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ নিরস্ত্র বাঙালির ওপর নির্মম হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। বাঙালি জাতির স্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাকে স্তব্ধ করার জন্যই পাকিস্তান সেনাবাহিনী বর্বর আক্রমণ পরিচালনা করে। হানাদার বাহিনীর পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডে বিশ্ববিবেক স্তব্ধ হয়ে যায়। তিনি নির্যাতিত বাঙালির পক্ষে অবস্থান নেয়া সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি, ঢাকায় নিযুক্ত প্রাক্তন কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাড, সংগীত শিল্পী জর্জ হ্যারিসন এবং কবি অ্যালেন গিনসবার্গসহ যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের কথা এসময় স্মরণ করেন।

 ঢাকা-ওয়াশিংটন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে চমৎকার উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত দু’দেশের সহযোগিতাকে নতুন নতুন ক্ষেত্রে আরো বিস্তৃত করার ওপর জোর দেন।

 অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ১৫ আগস্টে নিহত বঙ্গবন্ধু পরিবারের সদস্যবৃন্দ, জাতীয় চারনেতা এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

 সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু মিলনায়তনে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দূতাবাসের পরিবারবর্গ, বর্ণমালা স্কুল ও সৃষ্টি নৃত্যাঙ্গনের শিল্পীরা সংগীত এবং নৃত্য পরিবেশন করেন।

 বিদেশি কূটনৈতিকবৃন্দ, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বিভিন্ন দফতরের কর্মকর্তাবৃন্দ, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক এবং বাংলাদেশ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

#

শামিম/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০১৯/১২০০ ঘণ্টা

Handout Number : 4786

Shahriar to Int'l Community

**Ensure decisive actions for sustainable return of Rohingyas**

Madrid, 17 December :

 State Minister for Foreign Affairs Md. Shahriar Alam called upon the international community to address the issue of climate change on most immediate basis. He also emphasized on the need of decisive global collective actions to ensure voluntary, safe, dignified and sustainable return of Rohingyas to their homeland in Myanmar. State Minister for Foreign Affairs also highlighted the achievements of Bangladesh, particularly in the area of women empowerment when he led the Bangladesh delegation at the 14th Foreign Minister’s Meeting of Asia Europe Meeting (ASEM FMM14) at Madrid, Spain yesterday.

 In his intervention at the Foreign Ministers’ meeting from Asia and Europe that was inaugurated by the King of Spain, State Minister highlighted the achievements of Bangladesh in ensuring gender parity. He also explained the challenges faced by Bangladesh as a climate vulnerable country, and the initiatives by the present government under the leadership of Prime Minister Sheikh Hasina to address this enormous challenge. He flagged the humanitarian position taken by Bangladesh in providing shelter to the Rohingyas who have fled from their own country after state persecution.

 He insisted that international community needs to put pressure on Myanmar for ensuring accountability and justice for the atrocities committed against the Rohingyas in Myanmar, and for creating conducive environment in Myanmar for safe, dignified and sustainable repatriation of Rohingyas.

 In the Chair's statement that was adopted by the Foreign Ministers of the ASEM Member Countries, they called for a durable solution of the Rohingya crisis, and for the creation of the conditions conducive to safe, dignified, sustainable and voluntary return of the Rohingyas. They also underlined the importance of ensuring accountability in this regard.

 On the sidelines of the ASEM FMM14, State Minister for Foreign Affairs also held bilateral meetings with the Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Ireland, Foreign Minister of Austria, Poland, Indonesia, Deputy Minister for Foreign Affairs of Russian Federation, Spain and Czech Republic. By elaborated the steps taken by the Government of Bangladesh to attract foreign investment and to promote international trade. State Minister invited the Foreign Ministers of ASEM Members States to invest in Bangladesh.

 The ASEM Finance Ministers’ meeting will take place in Dhaka in mid 2020.

#

Tohidul/Anasuya/Parikshit/Asma/2019/1100 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৮৫

**স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য**

সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া

**ঢাকা, ২** পৌষ **(১৭** ডিসেম্বর**) :**

 সকল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বিষয়টি স্ক্রল আকারে প্রচার করার জন্য অনুরোধ করা হলো :

 প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ‘আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস, ২০১৯’ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত কর্মসূচির অংশ হিসেবে দিবসটির তাৎপর্য তুলে ধরে নিম্নবর্ণিত ২টি স্ক্রল প্রচার করার জন্য অনুরোধ করা হলো :

**মূল বার্তা :**

 টিভি স্ক্রলের বিষয়-১ : ‘দক্ষ হয়ে বিদেশ গেলে, অর্থ সম্মান দুই-ই-মেলে’ স্লোগানে যথাযোগ্য মর্যাদায় ১৮ ডিসেম্বর পালিত হবে ‘আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস-২০১৯’।

 টিভি স্ক্রলের বিষয়-২ : ‘বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ১৯ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। অনুষ্ঠানমালায় থাকবে অভিবাসী মেলা, সিআইপি অ্যাওয়ার্ড, বীমা সুবিধা উদ্বোধন এবং চিত্রাঙ্কন ও রচনা প্রতিযোগিতা’।

#

অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০১৯/১১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৮৪

**বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ** **দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

**ঢাকা, ২** পৌষ **(১৭** ডিসেম্বর**) :**

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) দিবস-২০১৯ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) দিবস-২০১৯’ উদ্‌যাপন উপলক্ষে এ বাহিনীর সকল সদস্যকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

 ‘সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী’ বিজিবি ২২৪ বছরের একটি ঐতিহ্যবাহী বাহিনী। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা ইপিআর এর ওয়্যারলেসের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে যায়। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আপামর জনসাধারণের সঙ্গে এ বাহিনীর সদস্যরা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মুক্তিযুদ্ধে অসাধারণ বীরত্বের জন্য এ বাহিনীর দু’জন বীরশ্রেষ্ঠসহ ১১৯ জন মুক্তিযোদ্ধা সদস্য খেতাবপ্রাপ্ত হয়েছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর ৮১৭ জন অকুতোভয় সদস্য তাঁদের জীবন উৎসর্গ করে বিজিবি’র ইতিহাসকে মহিমান্বিত করেছেন। আমি তাঁদের এ আত্মত্যাগ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। এ বাহিনীর ‘স্বাধীনতা পদক’ অর্জন মহান মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানেরই অনন্য স্বীকৃতি।

 ‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন-২০১০’ পাশের মধ্য দিয়ে আমরা এই বাহিনীকে যুগোপযোগী সীমান্তরক্ষী বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলার কাজ শুরু করি। বিজিবি পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় ৫টি রিজিয়ন স্থাপন করে কমান্ড স্তর বিকেন্দ্রীকরণ, সীমান্তে বিজিবি’র কার্যকর নজরদারীর লক্ষ্যে নতুন ৪টি সেক্টর ও ১৫টি ব্যাটালিয়ন সৃষ্টি করা হয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে এ যাবৎ ৪৯৭ জন নারী সৈনিকসহ এই বাহিনীতে ২৭ হাজারের অধিক জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য বাহিনীর সঙ্গে বিজিবি’র পদমর্যাদা ও বেতনে সমতা আনয়নের লক্ষ্যে সুবেদার মেজর, জেসিও এবং হাবিলদারগণের বেতন স্কেল উন্নীত করা হয়েছে। বিজিবি’র তালিকাভুক্ত সকল সদস্যদের সীমান্ত ভাতা প্রদান, অগ্রিম বেতনসহ দু’মাসের ছুটি ভোগের সুবিধা, শতভাগ রেশন সুবিধা, চিকিৎসা ও আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিজিবি’র সার্বিক কল্যাণে ‘বিজিবি কল্যাণ ট্রাস্ট’ গঠন এবং ‘সীমান্ত ব্যাংক’ স্থাপন করা হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে সীমান্তে চোরাচালান প্রতিরোধ এবং আন্তঃসীমান্ত অপরাধ দমনের লক্ষ্যে সকল ব্যাটালিয়নের ঝুঁকিপূর্ণ ও স্পর্শকাতর সীমান্ত এলাকা নির্বাচন করে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৩২৮ কি.মি সীমান্ত এলাকায় ‘স্মার্ট ডিজিটাল সার্ভিলেন্স এন্ড ট্যাকটিকাল বর্ডার রেসপন্স সিস্টেম’ স্থাপন ও সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়েছে। সীমান্তের স্পর্শকাতর আইসিপি/এলসিপিসমূহে ‘ভেহিক্যাল এক্স-রে স্ক্যানার’ মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। ফলে বিজিবি কর্তৃক খুবই কম সময়ে এবং কার্যকরভাবে বিভিন্ন পণ্যবাহী যানবাহন তল্লাশী করা সম্ভব হচ্ছে। বিজিবি’র অপারেশনাল কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য বিজিবিতে ‘কে-নাইন’ ইউনিট সংযোজন করা হয়েছে। বিজিবি’কে একটি ত্রিমাত্রিক আধুনিক বাহিনীতে রূপান্তরের অংশ হিসেবে এয়ার উইং সৃজনের মাধ্যমে হেলিকপ্টার সংযোজন করা হয়েছে। বিজিবিকে আরো শক্তিশালী করতে ‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ভিশন-২০৪১’ এর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ বাহিনীকে বিশ্বমানের সীমান্তরক্ষী বাহিনী হিসেবে গড়ে তুলতে আমাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

 দেশের সীমান্তের নিরাপত্তা ও শান্তিরক্ষা, সীমান্ত এলাকায় মাদক, চোরাচালান, নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধসহ অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদ দমন ও দুর্যোগকালীন উদ্ধার কর্মকাণ্ডে বিজিবি’র ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। আমি আশা করি, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে এ বাহিনীর প্রতিটি সদস্য মহান মু্ক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে সততা, নিষ্ঠা ও শৃঙ্খলার সঙ্গে তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্বপালন করবেন।

 আমি বিজিবি’র দিবস-২০১৯’-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/অনসূয়া/রেজ্জাকুল/*আসমা/২০১৯/১১০০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৮৩

**বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ** **দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

**ঢাকা, ২** পৌষ **(১৭** ডিসেম্বর**) :**

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) দিবসউপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) দিবস ২০১৯’ উপলক্ষে আমি এ বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

 বীরত্ব ও ঐতিহ্যে গৌরবমণ্ডিত ‘সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী’ বিজিবি’র রয়েছে সুদীর্ঘ দু’শ চব্বিশ বছরের সমৃদ্ধ ইতিহাস। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর রয়েছে অবিস্মরণীয় অবদান। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে পাক-হানাদার বাহিনী ঢাকার পিলখানাস্থ তৎকালীন ইপিআর সদর দপ্তর আক্রমণ করে। ইপিআর সদর দপ্তর থেকেই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতার ঘোষণা ওয়্যারলেসযোগে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেয়া হয়। মহান মুক্তিযুদ্ধে বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ শেখ এবং বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফসহ এ বাহিনীর ৮১৭ জন অকুতোভয় সদস্য আত্মোৎসর্গ করে দেশপ্রেমের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। মুক্তিযুদ্ধে গৌরবময় অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এ বাহিনীকে ২০০৮ সালে স্বাধীনতা পদকে ভূষিত করা হয়। দেশমাতৃকার প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে বিজিবি’র যে সকল সদস্য আত্মত্যাগ করেছেন আমি তাঁদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি এবং তাঁদের আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করছি।

 দেশের সীমান্ত রক্ষা, চোরাচালান প্রতিরোধ, নারী-শিশু এবং মাদক পাচার প্রতিরোধে বিজিবি সীমান্তে নিরবচ্ছিন্ন দায়িত্বপালন করে যাচ্ছে। দুর্যোগকালীন উদ্ধার কার্যক্রম ও জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানেও বিজিবি প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখছে। বিজিবি’কে একটি আধুনিক সীমান্তরক্ষী বাহিনী হিসাবে গড়ে তুলতে সরকার প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন-২০১০’ প্রণয়ন ও ‘বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ভিশন ২০৪১’ পরিকল্পনা গ্রহণের ফলে এ বাহিনীর সার্বিক কর্মকাণ্ডে গতি সঞ্চারিত হয়েছে। সরকারের এসকল পদক্ষেপ বিজিবি’র অগ্রগতি ও সমৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। দেশের স্বার্থ সমুন্নত রাখতে বিজিবি’র সকল সদস্য নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও দেশপ্রেমে উদ্ধুদ্ধ হয়ে দায়িত্বপালন করবেন - এটাই সকলের প্রত্যাশা।

 আমি বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ’র অব্যাহত সাফল্য কামনা করি।

 খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

আজাদ/অনসূয়া/রেজ্জাকুল/আসমা/২০১৯/১১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৮২

**আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

**ঢাকা, ২** পৌষ **(১৭** ডিসেম্বর**) :**

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ‘দক্ষ হয়ে বিদেশ গেলে, অর্থ সম্মান দু-ই মেলে’ এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস-২০১৯ পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ দিবস উপলক্ষে আমি বিশ্বের সকল অভিবাসী ও তাঁদের পরিবারবর্গকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। একইসঙ্গে দেশে বিদেশে অভিবাসীদের কল্যাণে নিবেদিত সকল ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন।

 সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বপ্ন দেখেছিলেন সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ার। সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ ও ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ গড়তে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অভিবাসীদের কল্যাণ ও অধিকার নিশ্চিত করতে আওয়ামী লীগ সরকার বিশ্বময় সুষ্ঠু, নিরাপদ ও নিয়মিত অভিবাসন এবং অভিবাসন ব্যবস্থায় সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। আমাদের সরকারের অব্যাহত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ আজ সারাবিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল।

 বৈদেশিক কর্মসংস্থানের অপরিসীম গুরুত্ব বিবেচনায় সরকার এ খাতকে ‘থার্স্ট সেক্টর’ হিসেবে ঘোষণা করেছে। নির্বাচনি ইশতেহারে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রতি উপজেলা হতে গড়ে ১ হাজার জন যুব/যুব মহিলাকে বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, বিভিন্ন দেশে আরো প্রশিক্ষিত কর্মী প্রেরণ ও তাঁদের শ্রমলব্ধ আয়ের লাভজনক বিনিয়োগ এবং বিদেশে গমনকালে সহজ শর্তে ঋণপ্রাপ্তি ও বিদেশ থেকে ফেরার পর স্থায়ী কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণ প্রদান সুনিশ্চিত করতে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। বৈধ চ্যানেলে প্রেরিত রেমিট্যান্স এর ওপর ২% হারে প্রণোদনা দেওয়া হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ০৯.৬১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৬.৪২ বিলিয়নস মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

 প্রবাসীদের কল্যাণে বিদেশ থেকেই জন্ম নিবন্ধন করা, ভোটার তালিকাভুক্ত করা, ১০ বছর মেয়াদি
ই-পাসপোর্ট প্রদান ইত্যাদি কাজ শুরু হয়েছে। প্রবাসীদের কল্যাণার্থে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাঁদের জন্য বীমা স্কিম চালুর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। অভিবাসন ব্যয় হ্রাস করতে এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে সেন্ট্রাল ডাটাবেইজ তৈরি, নিয়োগ প্রক্রিয়ার সার্বিক অটোমেশন এবং বিভিন্ন ধরনের ডিজিটালাইজড সেবা প্রদানের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

 আমি আশা করি, বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করে প্রবাসীদের নিজ নিজ অবস্থান হতে জাতির পিতার ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে কাজ করবেন।

 আমি আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কমনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

সরওয়ার/অনসূয়া/রেজ্জাকুল/*আসমা/২০১৯/১০০০ ঘণ্টা*

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৪৭৮১

**আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২ পৌষ (১৭ ডিসেম্বর) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ‘আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০১৯’ উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতিবারের ন্যায় এ বছরও ‘আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০১৯’ উদযাপিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবসে আমি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসরত অভিবাসী বাংলাদেশিদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

 প্রাচীনকাল থেকেই জীবিকার সন্ধান, আর্থসামাজিক, জলবায়ু পরিবর্তনসহ নানা কারণে মানুষ পাড়ি জমাচ্ছে দেশ থেকে দেশান্তরে। তাই মানব সভ্যতার বিকাশে অভিবাসনের গুরুত্ব অপরিসীম। গন্তব্য দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন ছাড়াও নিজ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অভিবাসীদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। অভিবাসীরা বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণের মানুষের মাঝে মেলবন্ধন সৃষ্টির মাধ্যমে পৃথিবীকে করেছে বৈচিত্র্যময়।

 বর্তমানে বিশ্বের ১৭৩টি দেশে বাংলাদেশের এক কোটির অধিক মানুষ অভিবাসী হিসাবে কর্মরত রয়েছে। অভিবাসী কর্মীরা দেশের গর্ব। বিপুল সংখ্যক অভিবাসী জনগোষ্ঠী পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মেধা ও শ্রমের মাধ্যমে তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনমান উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। তাঁদের পাঠানো রেমিট্যান্স জাতীয় অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি। দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে তাঁরাও গর্বিত অংশীদার। তাঁদের অবদানের কথা আমি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি।

 বাংলাদেশ এখন ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড এর মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ২০৩০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ এ সুযোগ কাজে লাগাতে পারবে। প্রতিযোগিতামূলক এ শ্রমবাজারে দক্ষ জনশক্তি প্রেরণের মাধ্যমে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড এর সুফল কাজে লাগাতে হবে। এজন্য আমাদের বিশাল জনগোষ্ঠীকে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কারিগরি ও প্রযুক্তি শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনসম্পদ হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। অভিবাসীরা প্রবাসে বাংলাদেশের ভ্রাম্যমান কূটনীতিকের মতো। তাই দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে গন্তব্য দেশের ভাষাজ্ঞান ও সংস্কৃতি জানার পাশাপাশি সে দেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে নিজ দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে হবে। অভিবাসী কর্মীরা যেন দেশে-বিদেশে কোথাও কোনোভাবে হয়রানির শিকার না হয় তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমি আহ্বান জানাচ্ছি। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিদ্যমান শ্রমবাজারসমূহ সুসংহত ও নতুন নতুন শ্রম বাজার অনুসন্ধান অব্যাহত রাখবে - এ প্রত্যাশা করি।

 আমি ‘আন্তর্জাতিক অভিবাসী দিবস ২০১৯’ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সফলতা কামনা করছি।

 খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”।

#

হাসান/অনসূয়া/রেজ্জাকুল/*আসমা/২০১৯/১০০০ ঘণ্টা*